ভারতী

শিক্ষা-অধিকারের নির্দ্দেশ অনুসারে প্রাইজ, লাইব্রেরী এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর জন্য লিখিত
(মে, ১৯৫০ দ্রষ্টব্য)

আর্য্যলক্ষ্মী সিরিজ—৬ষ্ঠ গ্রন্থ

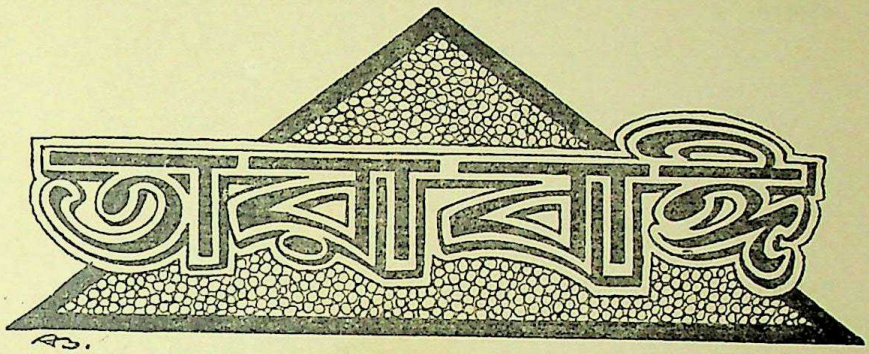

অবাক কাণ্ড, দু'শো মজা, ধূমধাম প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িত্রী

শ্রীঅণিমা দেবী

প্রণীত

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশক—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

পুনর্মুদ্রণ—
পৌষ
১৩৬২
২

প্রিণ্টার—
এস. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪ নং ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

দাম—
ছয় আনা

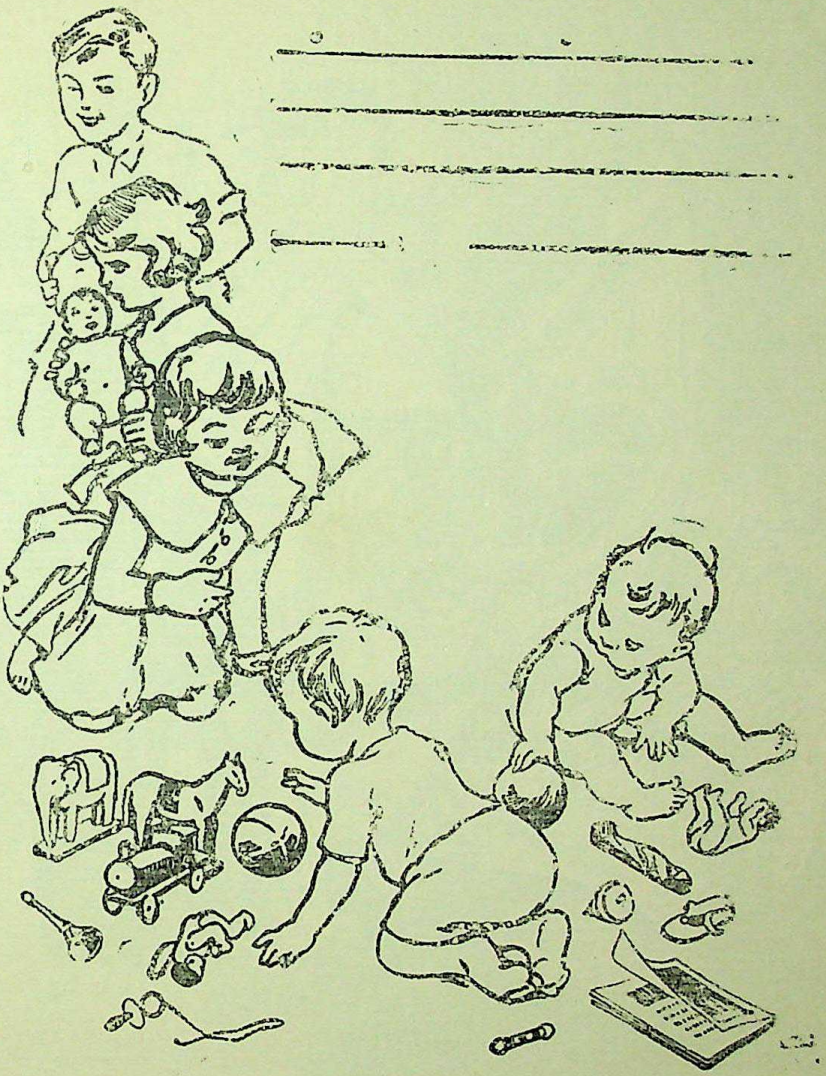

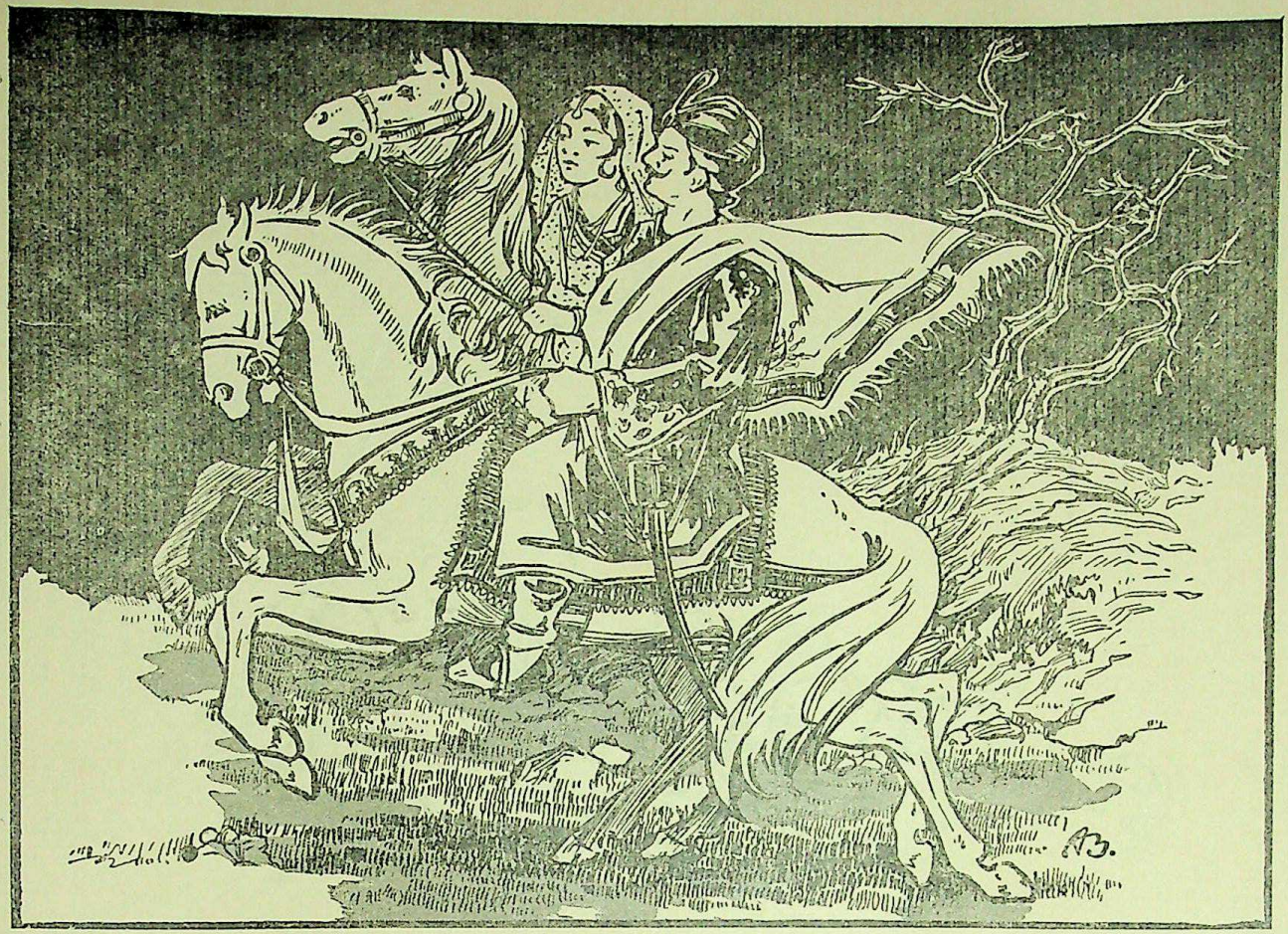

তোড়াতঙ্ক জয়ে পৃথ্বীরাজ ও তারাবাঈ ...২৫ পৃষ্ঠা

তারাবাঈ

এক

চৌলুক্য বংশীয় রাও শূরতান ছিলেন তোডাতঙ্ক রাজ্যের রাজা। তোডাতঙ্ক রাজপুতানার একটি ছোট রাজ্য। এই রাজপুত রাজা শূরতানের একটি পরমা সুন্দরী মেয়ে ছিল, নাম তার তারাবাঈ। মেয়েটি ছিল ঠিক সন্ধ্যার আকাশে ঝিক্‌মিকে তারার মতই সুন্দর ও উজ্জ্বল, তাই তার 'তারাবাঈ' নাম যেন সার্থক হয়েছিল!

তোডাতঙ্ক রাজ্য ছোট হ'লে কি হয়, দুর্দ্দান্ত পাঠানদের লোলুপ দৃষ্টি পড়ল তার উপর। তারা লুঠপাট, হত্যা ও অত্যাচারে দেশটাকে একেবারে জর্জ্জরিত করে তুল্ল। রাজ্যের লোকেরা সর্ব্বদাই শঙ্কিত, শশব্যস্ত, না জানি কখন কার কি বিপদ উপস্থিত হয়!

রাও শূরতান বীর, সাহসী, স্বাধীন-চেতা; কিন্তু অমিত বলশালী দুর্দ্ধর্ষ পাঠানদের গতিরোধ করবার শক্তি তাঁর নেই। বারে বারে তিনি পরাজিত হতে লাগলেন। দুর্দ্দান্ত পাঠানদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে তাঁর দুর্দ্দশা চরম সীমায় এসে পৌঁছাল।

হৃত-সর্ব্বস্ব, হৃত-গৌরব রাজা শূরতান তখন মেবার, মারবাড়ের দ্বারে দ্বারে সাহায্য ভিক্ষা চেয়ে ঘুরতে লাগলেন; কিন্তু কেউই তাঁর কাতর প্রার্থনায় সাড়া দিলে না।

পাঠানদের গতিরোধ করবার আর কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে

রাজা শূরতান মনের দুঃখে তাঁর বড় সাধের জন্মভূমি ছেড়ে আশ্রয় নিলেন এসে নিভৃত নিরালা এক পল্লীতে।

এই পল্লীখানির নাম হচ্ছে বেদ্‌নোর, আরাবল্লী পাহাড়ের নীচে এই গ্রামখানি।

রাজা রাজ্য ছেড়ে চলে এলেন, কাজেই পাঠানদের কে আর তখন বাধা দেবে? পাঠানেরা অতি সহজেই তোডাতঙ্ক দখল করে বস্‌ল।

তাদের দলপতি 'লীলো' তোডাতঙ্ক রাজ্যে নিজের জয়পতাকা উড়িয়ে দিল মহা উৎসাহে।

আরাবল্লীর পাদদেশে নিভৃত পল্লীতে বসে রাজা শূরতান যখন এ খবর শুন্‌লেন, তখন তাঁর চোখ দিয়ে ঝর্‌ঝর্‌ করে জলের ধারা ঝরে পড়তে লাগ্‌ল।

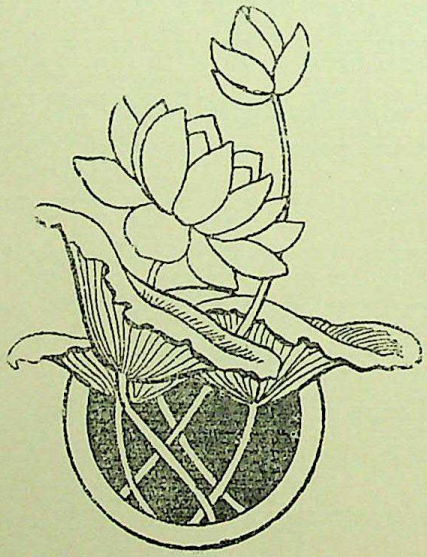

দুই

রাজ্য হারিয়ে শূরতান অতি কষ্টে দিন কাটাতে লাগ্‌লেন। তাঁর জীবন যেন দুর্ব্বহ হয়ে উঠ্‌ল। বার বারই তাঁর মনে হ'তে লাগ্‌ল, হায়, যদি মেবার কিংবা মারবাড়ের সাহায্য তিনি পেতেন তবে কি আর তাঁকে এই রকম দুর্দ্দশায় পড়তে হোত!

কিন্তু নিজের ক্ষমতায় যতদিন যতটা সম্ভব, তিনি পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, তিনি তো কাপুরুষের মত তাদের ভয়ে পালিয়ে আসেন নি, এইটুকুই তাঁর সান্ত্বনা!

তিনি পরাজিত হয়েছেন, কিন্তু তাঁর মন থেকে জয়ের আশা দূর হয় নি। আবার কি উপায়ে তিনি তাঁর রাজ্য দখল করবেন, কেমন করে আবার তাঁর জন্মভূমিতে ফিরে যাবেন—এই চিন্তাতেই তিনি বিভোর হয়ে রইলেন।

এই দুঃখের দিনগুলির মধ্যে তাঁর একমাত্র আনন্দের কারণ হচ্ছে তারাবাঈ। মেয়ের অপরূপ লাবণ্যমাখা মুখখানির দিকে তাকালে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট তিনি মুহূর্ত্তে ভুলে যান; নূতন উৎসাহ ও নূতন আশায় তাঁর প্রাণ-মন ভরপূর হয়ে ওঠে।

একদিন শূরতান স্বপ্ন দেখ্‌লেন—তিনি যেন আবার তোডাতঙ্ক আক্রমণ করেছেন, রণবাদ্য বাজ্‌ছে, পতাকা উড়ছে, দলে দলে অশ্বারোহী চলেছে, তাদের হাতের খোলা তলোয়ারের উপর সূর্য্যের আলো ঝক্‌মক্ করছে, আর তাঁরই ঘোড়ার পাশে পাশে চলেছে এক সুন্দর, সুকুমার তরুণ সেনানী, মুখখানা ঠিক তার তারাবাঈয়ের মত!

রাজা চমকে উঠ্‌লেন, তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি মেয়েকে ডেকে তাঁর এই অদ্ভুত স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বল্লেন।

রাজার মুখে স্বপ্নের কথা শুনে তারাবাঈ আবেগের সঙ্গে বলে উঠ্‌লেন, "তোমার স্বপ্ন সফল হোক্ বাবা!"

তারাবাঈ এখন বড় হয়ে উঠেছেন। পিতার রাজ্য কি ক'রে ফিরে পাওয়া যায়, কি ক'রে পাঠানদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া যায়, কেবল এই চিন্তাই তাঁকে পাগল করে তুলেছে। দেহ তাঁর মেয়ে মানুষের বটে, কিন্তু তাঁর মনের তেজ বড় কম ছিল না।

দিন-রাত মেয়ে আর বাবা বসে পরামর্শ করেন, কিন্তু দেশ উদ্ধারের আর কোনো উপায়ই খুঁজে পান না। পাঠানেরা ভয়ানক দুর্দান্ত আর বলশালী, সংখ্যাতেও তারা নেহাৎ কম নয়। কাজেই সহজে যে তাদের জব্দ করা যাবে, তা মনে হয় না।

তারাবাঈ মনে মনে স্থির করলেন, তিনি পুরুষের মত যুদ্ধবিদ্যা শিখবেন। যেমন করেই হোক্, পিতার এই লাঞ্ছনা আর অপমানের প্রতিশোধ নিতেই হবে।

শূরতান যখন মেয়ের মনের এই ইচ্ছার কথা জান্‌তে পারলেন, তখন তাঁর আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। মেয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে বসেছেন, তোডাতঙ্ককে তিনি শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার করবেনই; আর সে কাজের জন্যে তিনি স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত।

———

তিন

তারাবাঈ বুঝে নিয়েছিলেন, যুদ্ধ করতে হ'লে জীবনকে কঠোর করে তুল্‌তে হবে। তাই তিনি নিজের স্নেহময় কোমল হৃদয়কে ক্রমে কঠিন করে তুল্‌তে লাগ্‌লেন।

আরাবল্লী পাহাড়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে, উপত্যকায় উপত্যকায়, ঘোড়া ছুটিয়ে কত নদ-নদী অতিক্রম করে বল্লম, তলোয়ার হাতে তিনি ছুটে বেড়াতে লাগ্‌লেন।

হাতের মণিময় কঙ্কণ ছুঁড়ে দিয়ে, হীরক কণ্ঠহার ছিঁড়ে ফেলে, —মেয়েদের ওড়না, শাড়ী ত্যাগ করে, কোমল অঙ্গে কঠিন লোহ বর্ম্ম এঁটে, দীর্ঘ চুলের উপর উষ্ণীষ পরে, বীর পুরুষের বেশে তিনি শিকার করে বেড়াতে লাগ্‌লেন।

তাঁর অপূর্ব্ব সাহস, অদ্ভুত ধৈর্য্য আর অব্যর্থ হাতের লক্ষ্য দেখে বেদ্‌নোরের সৈন্য-সামন্তেরা বিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে উঠল। মেয়ে-মানুষতো দূরের কথা—কোনো পুরুষের মধ্যেও এরকম অসাধারণ সাহস আর তেজ তারা কখনো দেখে নি।

বসন্তকালে রাজপুতানায় বীরগণ 'আহেরিয়া' উৎসবে মেতে ওঠে। এই উৎসবের ভিতর দিয়ে তাদের জীবনের সেই বৎসরের শুভাশুভ নির্দ্দিষ্ট হয়ে যায়।

'আহেরিয়া' উৎসবের প্রধান অঙ্গ—বনে বনে শিকার-সন্ধান। যে বছর এই উৎসবে বীরগণ তাদের প্রথম শিকার বস্তুর উপর লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হয়, সে বৎসর ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাদের চিত্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে!

বেদ্‌নোরে আজ 'আহেরিয়া' উৎসব আরম্ভ হয়েছে। যত রাজপুত বীর ঘোড়ায় চড়ে বনে বনে শিকার খুঁজে ছুটে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ

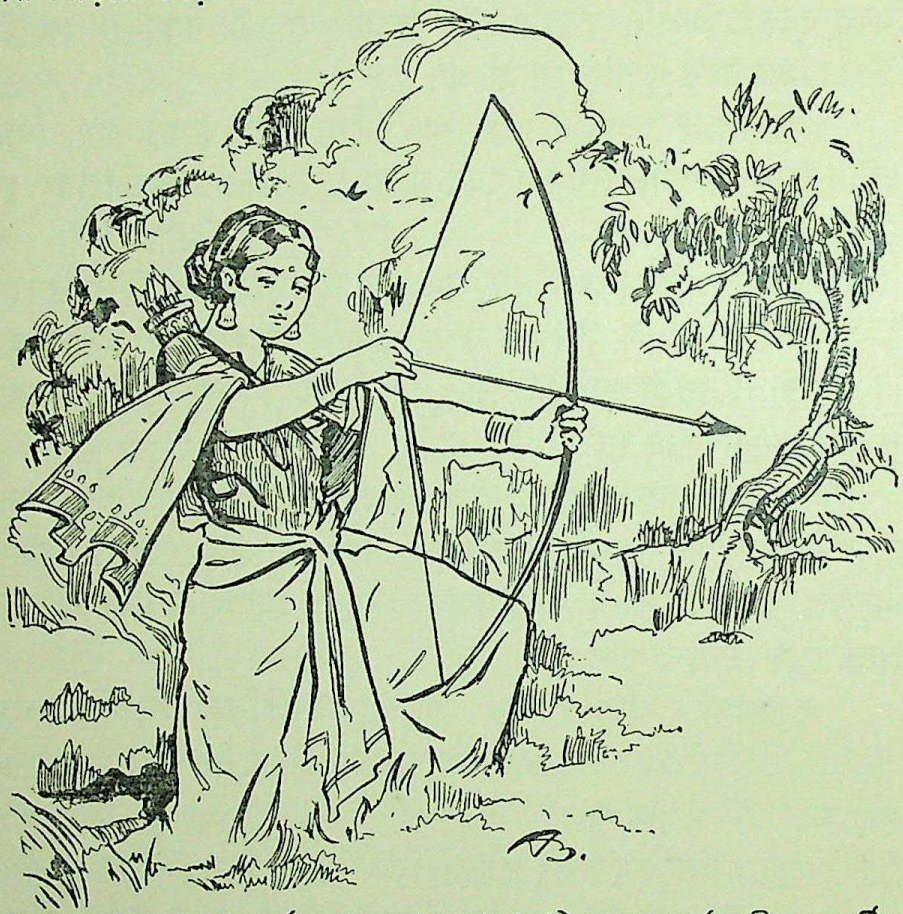

তাদের চোখে পড়ল পর্ব্বতের চূড়ায় তারাবাঈয়ের অপূর্ব্ব, দিব্য মূর্ত্তি। কিশোরী তারাবাঈ তীর-ধনু হাতে, সুদূরে এক বরাহকে লক্ষ্য করে, শরসন্ধান করছেন।

তারাবাঈয়ের সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখে রাজপুত সৈন্যগণ জয়ধ্বনি করে উঠল,—"মায়ী তারাবাঈজী কি জয়!"

তারাবাঈ মধুর হেসে নতমস্তকে তাদের অভিনন্দন জানিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে গভীর বনে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

উৎসবের শেষ হলো। বেদ্‌নোর-বীরগণ তারাবাঈকে সঙ্গে নিয়ে জয়ধ্বনি করতে করতে ঘরে ফিরে এল। রাজা শূরতান আনন্দে, উৎসাহে মেয়েকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে লাগ্‌লেন।

'আহেরিয়া' উৎসব সুসম্পন্ন হয়ে গেল,—সকলেরই মহা আনন্দ—প্রথম শিকার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি। তারাবাঈয়ের অব্যর্থ লক্ষ্যে প্রথম শিকার শরবিদ্ধ হয়েছে।

শূরতানের মন আজ আনন্দে মাতোয়ারা, নবীন আশায় তিনি মেতে উঠলেন,—হয়ত শোলাঙ্কি-বংশের নষ্ট গৌরব এই শোলাঙ্কি-কুললক্ষ্মী 'তারা'ই উদ্ধার করবে।

ভগবানের কি ইচ্ছা কে জানে?

———

চার

ভোর হয়েছে। সূর্য্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বেদ্‌নোরের রাজপুরীর সাম্‌নে কাড়া-নাকাড়া বেজে উঠল তাণ্ডব তালে। সুসজ্জিত সৈন্যদের হাতে হাতে ঝক্‌মক্ ক'রে উঠল খাপ-খোলা তলোয়ার আর তীক্ষ্ণ-ধার বর্শার ফলক! সকলের চোখে অপূর্ব্ব দীপ্তি, মনে অদম্য উৎসাহ, বুকে দুর্জ্জয় সাহস। আজ তারা এক নবীন শক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে নব-জীবনের জয়যাত্রা আরম্ভ করেছে।

রণ-ভেরীর ভীম আওয়াজে দশ দিক কেঁপে উঠল, রাজা শূরতান যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন,—আর তাঁর সাথে সাথে এলেন তারাবাঈ।

তারাবাঈকে আজ আর চেনবার জো নাই। সমস্ত দেহে তাঁর যুদ্ধের পোষাক-আঁটা, হাতে তাঁর কেঁপে কেঁপে উঠছে শাণিত তলোয়ার!

দুটি চমৎকার সাদা তেজী ঘোড়ায় উঠে বস্‌লেন রাজা শূরতান আর তাঁর বীর কন্যা তারাবাঈ।

চারধারে রণবাদ্য বেজে উঠল,—সবাই যেন আজ নবীন উৎসাহে মেতে উঠেছে, যুদ্ধের নেশায় ক্ষেপে উঠেছে!

রাজা শূরতান আর তাঁর মেয়ে আজ যুদ্ধে চলেছেন;—নিজেদের দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে চলেছেন;—এ দৃশ্য যে অপূর্ব্ব!

রাস্তার ধারে ধারে সমস্ত জানালা-দরজা খুলে গেল, এ দৃশ্য দেখবার জন্যে। নব উত্তেজনায় আজ সমস্ত বেদ্‌নোরবাসী মাতোয়ারা হয়ে উঠ্‌ল।

টগ্‌বগিয়ে ঘোড়া ছুটে চল্ল রাজপুরীর তোরণ-দ্বার অতিক্রম করে।

পাশাপাশি চলেছেন রাজা আর তারাবাঈ—তাঁদের পিছনে চলেছে নির্ভীক সেনার দল।

এই দৃশ্য দেখে কেউ আর চোখের জল ধরে রাখতে পারল না। তোডাতঙ্কের রাজকুমারী কোথায় আজ রাজ-অন্তঃপুর আলোকিত করে বিরাজ করবেন,—না, তিনি আজ সেনার কঠোর বেশে সজ্জিত হয়ে মরণের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে চলেছেন!

রাজকুমারী ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদের উৎসাহ দেবার জন্যে মধুর গলায় জাতীয় সঙ্গীত ধরেছেন,—সেই সুরে গলা মিলিয়ে যোগ দিয়েছে তাঁর সেনা-বাহিনী।

বেদ্‌নোরের নাগরিকরা রাস্তার দুইপাশে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে এই যাত্রীদলকে অভিনন্দন জানাতে লাগল। রাশি রাশি পুষ্প-বৃষ্টিতে তাদের পথ ছেয়ে গেল।

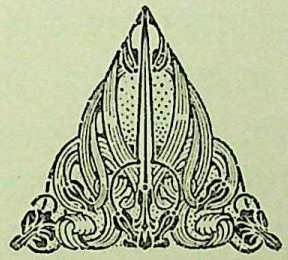

পাঁচ

পাঠানেরা স্বপ্নেও কোনদিন ভাব্‌তে পারে নি, শূরতান মুষ্কিমের সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের আক্রমণ করবেন। তারা বেশ নিশ্চিন্তেই তোড়াতঙ্কে দিন গুজরাণ করছিল।

কাজেই শূরতানের এই আক্রমণের জন্যে তারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তাই প্রথমে তাদের বেশ একটু বেগই পেতে হোল।

শূরতানের মেয়ের এরকম রণ-চামুণ্ডা মূর্ত্তি দেখে তারা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল! কোমলা রাজকুমারী তারাবাঈ এমন রণ-রঙ্গিণী-বেশে! এ যে তাদের ধারণারও অতীত, কল্পনারও বাইরে।

শূরতান প্রচণ্ড বিক্রমে তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে অতর্কিতে পাঠানদের আক্রমণ করলেন। বীর নারী তারাবাঈ তলোয়ার হাতে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে' বীর-পরাক্রমে পাঠান সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ সুরু করে দিলেন। তাঁর এমন সংহারিণী মূর্ত্তি দেখে পাঠানেরা ভয় পেয়ে গেল। তারা তাঁর গতিরোধ করতে সাহসী হোল না।

কিন্তু এই সামান্য কয়েকজন সৈন্য নিয়ে অসংখ্য দুর্দ্ধর্ষ পাঠান-সৈন্যের সঙ্গে আর কতক্ষণ যুদ্ধ করা যায়? রাজা শূরতানের সৈন্যেরা ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে লাগল, তোড়াতঙ্কের ধুলোয়—স্বদেশের মাটিতে—শূরতানের সেনারা অনন্ত বিশ্রাম লাভ করতে লাগল।

সন্ধ্যার আগেই শূরতান ও তারাবাঈ তাঁদের অবশিষ্ট সৈন্যদল নিয়ে আবার ফিরে চল্লেন বেদ্‌নোরের দিকে। কি আর করবেন? এই অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে আর যুদ্ধ করা অসম্ভব।

পাঠানেরা যুদ্ধে জয়ী হোল বটে,—কিন্তু তাদের বড় কম ক্ষতি হোল না এই যুদ্ধে। মৃত পাঠানদের রক্তের স্রোতে তোডাতঙ্কের পথ-ঘাট যেন ভেসে গেল। ব্যাপার দেখে পাঠান-সর্দ্দার লীলো আতঙ্কে শিউরে উঠল।

শুধু একবার নয়, রাও শূরতান তাঁর বীর কন্যা তারাবাঈকে নিয়ে প্রবল বিক্রমে তিন-তিনবার পাঠানদের আক্রমণ করলেন,—কিন্তু তিনবারই তিনি পরাজিত হলেন।

যতবারই রাজা পরাজিত হন,—ততবারই যেন তাঁর জেদ আরও বেড়ে ওঠে, তিনি যেন ততই 'মরিয়া' হয়ে ক্ষেপে ওঠেন,—যে কোন প্রকারেই হোক দেশকে আবার স্বাধীন করতেই হবে।

রাজা ঘোষণা করলেন—রাজপুতানার যে বীর পাঠানদের হাত থেকে তোডার স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনবেন, তাঁর হাতে তিনি তাঁর প্রিয়তমা কন্যা তারাবাঈকে সমর্পণ করবেন।

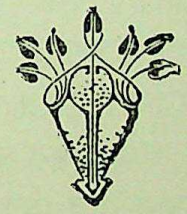

ছয়

তারাবাঈয়ের রূপের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এখন আবার তাঁর বীরত্বের কাহিনী লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল।

তারাবাঈকে পত্নীরূপে পাবার ইচ্ছা অনেক রাজকুমারেরই ছিল। কিন্তু এতদিন কেউ আর সাহস করে সে কথা প্রকাশ করে নি, কি জানি যদি তারাবাঈ তাঁদের অমনোনীত করে বসেন! তাহলে তো আর অপমানের সীমা-পরিসীমা থাকবে না।

এইবার রাজার ঘোষণার কথা শুনে অনেকেই এগিয়ে এলেন।

কেউ কেউ বিনা যুদ্ধে যদি তারাবাঈকে পাওয়া যায় তার ফন্দি করতে লাগলেন। কিন্তু শূরতানের প্রতিজ্ঞা অচল, অটল। পাঠানদের হারিয়ে তোডার স্বাধীনতা ফিরিয়ে না আনতে পারলে তিনি কাউকেই মেয়ে দেবেন না—তিনি যত বড় রাজার ছেলেই হোন্ না কেন!—রাজা একথা স্পষ্ট সবাইকে জানিয়ে দিলেন।

রাজার ঘোষণার কথা শুনে কেউ কেউ মুখ চুণ করে নিজের নিজের ঘরে ফিরে গেলেন, আবার কেউ কেউ রাজকন্যার লোভে চল্লেন পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

যে সব দুঃসাহসী রাজপুত তোডার স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে গেলেন, তাঁরা স্বাধীনতা ফিরাবেন কি, নিজেরাই আর ফিরলেন না! পাঠানদের হাতে তাঁদের যুদ্ধের সাধ জন্মের মত ঘুচে গেল।

তবে কি রাজপুতানায় আর বীর নেই? তারাবাঈকে পত্নীরূপে লাভ করতে পারেন এমন যোগ্য পাত্র কি পাওয়া যাবে না?

এই সব ভেবে চিন্তে রাজা শূরতানও ব্যাকুল হয়ে উঠ্লেন।

———

সাত

এই সময়ে মেবারের রাণা ছিলেন রায়মল্ল। তাঁর তিন পুত্র—সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ ও জয়মল্ল। বল-বিক্রমে সঙ্গ ও পৃথ্বীরাজ প্রায় সমান,—কিন্তু জয়মল্ল ভীরু, কাপুরুষ ও দুর্ব্বল।

সঙ্গ ও পৃথ্বীরাজ দুজনে সহোদর ভাই, জয়মল্ল তাঁদের বিমাতার ছেলে।

এই তিন ভাইয়ের মধ্যে কোন সৎভাব ছিল না, কেউ কারুকে দেখতে পারতেন না। কাজেই মেবারের রাজ-সংসারে ছিল দারুণ অশান্তি ও নিত্য কলহ।

একদিন সঙ্গ আর পৃথ্বীরাজ চারণী দেবীর কাছে নিজেদের অদৃষ্ট গণনা করাবার জন্যে এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলেন।

নির্জ্জন পাহাড়ের গুহায় চারণী দেবীর মন্দির। সেখানে যেতে যেতে হঠাৎ দুই ভাইয়ের মধ্যে বেধে গেল ভীষণ ঝগড়া। ক্রোধে দিশেহারা হয়ে পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করলেন।

সঙ্গ, পৃথ্বীরাজের সঙ্গে পেরে উঠ্‌লেন না—আহত হয়ে তিনি রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে গেলেন।

রাণা রায়মল্ল সবই শুনলেন। ভাইকে পরাজিত করে বিজয়-গর্ব্বে পৃথ্বীরাজ যখন মেবারে ফিরে এলেন, ক্রুদ্ধ রায়মল্ল তাঁকে এই অপরাধের জন্য দেশ থেকে নির্ব্বাসিত করলেন।

আরাবল্লীর প্রান্তভাগে নাদোল নামক নগরে পৃথ্বীরাজ পালিয়ে এলেন।

সঙ্গ আগেই পালিয়েছেন, পৃথ্বীরাজও সরে পড়লেন, তখন মেবারের প্রাসাদে রইলেন শুধু কাপুরুষ জয়মল্ল।

ভাইরা কেউ নেই, কাজেই তাঁর রাণা হওয়ার পথ নিষ্কণ্টক। মেবারের প্রাসাদে বসে জয়মল্ল রাণা হওয়ার স্বপ্ন দেখতে লাগ্‌লেন।

এমনি সময়ে তিনি শুন্‌তে পেলেন রাজা শূরতানের ঘোষণার কথা।

তারাবাঈয়ের রূপগুণের কথা তিনি আগেই শুনেছিলেন,—এইবার ঠিক করে বসলেন, তারাবাঈকে তিনি যে কোন প্রকারেই হোক, নিজের ঘরে নিয়ে আসবেন।

কিন্তু কাপুরুষ জয়মল্ল যুদ্ধের ধার ধারেন না—মনে মনে স্থির করলেন রাজা শূরতানকে অর্থের লোভ দেখিয়ে বশ করে তারাবাঈকে লাভ করবেন।

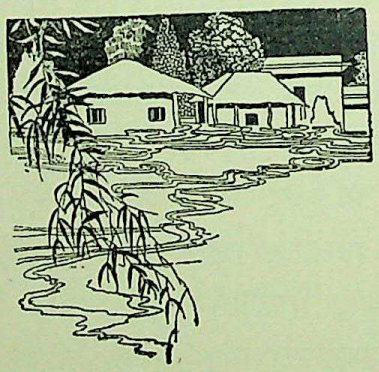

আট

একদিন জয়মল্ল ঘোড়া হাঁকিয়ে হাঁকিয়ে বেদ্‌নোর নগরে এসে উপস্থিত।

মেবার-রাণার পুত্র, রাজপুতানার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানিত বংশের কুমার তিনি, তিনি হয়েছেন রাজার অতিথি! রাজা শূরতান সসম্মানে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন।

রাজা যখন শুন্‌লেন জয়মল্ল তাঁর মেয়ে তারাবাঈকে বিয়ে করতে চান, তখন তিনি খুসী হয়ে বল্লেন, "কুমার, আপনার হাতে যদি আমার মেয়েকে দিতে পারি তবে সে তো আমার মহা সৌভাগ্যের কথা! কিন্তু আমি যে একটা দারুণ প্রতিজ্ঞা করে বসেছি! তোডাতঙ্ক রাজ্য যিনি পাঠানদের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারবেন, আমি তাঁরই হাতে তারাবাঈকে সমর্পণ করব।"

রাজার কথা শুনে জয়মল্ল হেসে বল্লেন—"রাও সাহেব, এতো অতি সামান্য কথা! আমি কালই তোডাতঙ্ক থেকে পাঠানদের দূর করে দেব।"

জয়মল্ল মুখে এই কথা বল্লেন বটে, কিন্তু মনে মনে স্থির করলেন, সে-দিনই গভীর রাতে গোপনে তারাবাঈকে হরণ করে মেবারে পালিয়ে যাবেন।

অমাবস্যার গভীর রাত। চারিধারে ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। বেদ্‌নোর প্রাসাদের সমস্ত পুরবাসী সুপ্ত।

রাজপুরীর একটা সুন্দর ঘরে একখানা রজত-পালঙ্কের উপর কুমারী তারাবাঈ ঘুমিয়ে আছেন।

মাথার কাছে সোণার প্রদীপে যে আলো জ্বল্‌ছিল—তা প্রায় নিভে এসেছে! ধূপদানির অগুরু-গন্ধ উবে গেছে, কিন্তু তার একটি মৃদু-মধুর সৌরভে ঘরটি এখনো আমোদিত।

রাজকুমারী ঘুমাচ্ছেন পরম শান্তিতে,—হঠাৎ কিসের একটা শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল!

চমকে উঠে তিনি প্রদীপ উস্কিয়ে সভয়ে তাকিয়ে দেখলেন, তাঁর ঘরের মধ্যে একটা আব্‌ছায়া কালো মূর্ত্তি!

কে যেন সারা অঙ্গে কালো কাপড় আবৃত করে তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। রাজকুমারী আতঙ্কে চীৎকার করে উঠলেন।

রাজা শূরতান পাশের ঘরেই ছিলেন। দুর্ভাবনায় তাঁর চোখে আর ঘুম ছিল না, নিজের দুরদৃষ্টের কথা মনে মনে চিন্তা করছিলেন। হঠাৎ মেয়ের আর্ত্তনাদ শুনে চম্‌কে উঠে খোলা তলোয়ার হাতে তারাবাঈয়ের ঘরে ছুটে এলেন।

রাজা দেখ্‌তে পেলেন, তারাবাঈয়ের পালঙ্কের পাশে একটি প্রেতমূর্ত্তির মত কে যেন দাঁড়িয়ে আছে!

শূরতান বুঝ্‌তে পারলেন, অসৎ উদ্দেশ্যে কেউ নিশ্চয় তাঁর মেয়ের ঘরে ঢুকেছে। তিনি আর বিন্দুমাত্র দেরী না করে তলোয়ারের এক কোপে ধড় থেকে তার মুণ্ড আলাদা করে ফেল্লেন।

এরপর কক্ষ যখন আলোকিত হোল, দেখা গেল নিহত ব্যক্তি আর কেউ নয়—মেবারের রাণা রায়মল্লের পুত্র জয়মল্ল।

———

নয়

এদিকে পৃথ্বীরাজ চুপ করে বসে নেই! তিনি নিজের বাহুবলে মীনরাজকে সবংশে ধ্বংস করে নাদোল ও গদবারে মেবারের জয়-পতাকা উড়িয়ে দিলেন।

বৃদ্ধ সামন্ত সর্দারের মুখে পৃথ্বীরাজের অপূর্ব্ব বীরত্বের কাহিনী শুনে আনন্দে ও গর্ব্বে রাণা রায়মল্লের বুক ফুলে উঠ্‌ল। নির্ব্বাসিত পুত্রের জন্য তাঁর প্রাণটা হাহাকার করে উঠ্‌ল।

আজ মেবারের রাজপ্রাসাদ শূন্য,—সঙ্গ নিরুদ্দেশ, পৃথ্বীরাজ নির্ব্বাসিত, জয়মল্ল নিহত।

রাণার হৃদয় আজ মরুভূমির মত ফাঁকা। এমন কেউ নেই, যার মুখের দিকে চেয়ে তিনি নিজের হৃদয়কে শান্ত করতে পারেন!

শূরতান জয়মল্লকে বধ করেছেন—এই নিদারুণ খবর রাণা রায়মল্লের কাছে পৌঁছুতে দেরী হোলো না। জয়মল্লের অপরাধ কি, সে কথাও তিনি শুনলেন। শুনে ঘৃণায় ও লজ্জায় তিনি শিউরে উঠ্‌লেন, কাজেই তিনি কিছুমাত্র দুঃখিত হলেন না। বরং তাঁর অপদার্থ কাপুরুষ পুত্রকে হত্যা করবার জন্যে শূরতানের উপর খুসীই হলেন।

জয়মল্ল যে ঘৃণিত কাজ করবার উদ্দেশ্যে বেদ্‌নোরে গেছিল—তার উপযুক্ত শাস্তিই সে পেয়েছে! এই রকম কুলাঙ্গার ছেলের বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল।

বীরপুত্র পৃথ্বীরাজকে নির্ব্বাসনে পাঠিয়ে রাণা এখন অনুতপ্ত হয়েছেন,—ছেলেকে আবার ফিরিয়ে আন্‌বার জন্যে তাঁর মন পাগল হয়ে উঠল।

তারপর একদিন বৃদ্ধ মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে মহারাণা নির্ব্বাসিত পুত্র পৃথ্বীরাজকে ডেকে পাঠালেন।

অপরাধী পুত্র পৃথ্বীরাজ রায়মল্লের চরণে এসে লুটিয়ে পড়লেন। পিতা-পুত্রের মনের সমস্ত মান-অভিমান চোখের জলে ধুয়ে গেল।

পৃথ্বীরাজ রাণার মুখে জয়মল্লের ঘৃণিত বৃত্তান্ত শুনে যেন মরমে মরে গেলেন! মেবারের বীর-বংশে এরকম কাপুরুষের জন্মগ্রহণ করাটা একটা লজ্জার কথা, কলঙ্কের বিষয়।

রাণা তারপর শূরতানের ঘোষণার কথা পৃথ্বীরাজকে জানিয়ে বল্লেন,—"আমার ইচ্ছা, শূরতানের কন্যা তারাবাঈ মেবারের কুল-লক্ষ্মী হন।"

রাণার মনের ইচ্ছাটা পৃথ্বীরাজ বেশ ভালভাবেই বুঝালেন। তিনি ধীর, শান্ত, সংযত কণ্ঠে বল্লেন, "বাবা, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। তোমার পুত্রের একটা অসির আঘাতে তোডার পাঠান রাজ্য ছারখার হয়ে যেতে পারে।"

পুত্রের কথা শুনে বৃদ্ধ রাণা আনন্দের আবেগ চাপতে না পেরে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর চোখ দিয়ে ঝর্‌ঝর্‌ করে জল ঝরে পড়লো।

দশ

সন্ধ্যা তখনো উৎরে যায়নি। এমন সময় ঘোড়া ছুটিয়ে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে পৃথ্বীরাজ এসে উপস্থিত—শূরতানের রাজপুরীর দ্বারে।

পৃথ্বীরাজের বীরত্বের কাহিনী শূরতান পূর্ব্বেই শুনেছিলেন, আর মহারাণাও যে তাঁকে ক্ষমা করে রাজ্যে ফিরিয়ে এনেছেন একথাও তাঁর জান্‌তে বাকী ছিল না।

পৃথ্বীরাজকে দেখে রাজা শূরতান তাঁকে মহাসমাদরে রাজপুরীতে নিয়ে গেলেন।

পৃথ্বীরাজ শূরতানকে বল্লেন, "রাও সাহেব, আমি আপনার প্রতিজ্ঞার কথা শুনেছি। সে প্রতিজ্ঞা পালন করে আমার মৃত ভাই জয়মল্লের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছি।"

রাজা উল্লসিত হয়ে বল্লেন, "ভগবান্ তোমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ করুন। তোমাকে যদি আমি জামাতারূপে পাই, তবে আমার জীবন ধন্য বলে মনে করবো।"

পৃথ্বীরাজের সুন্দর, সুশ্রী, সুঠাম মূর্ত্তি আর তাঁর কথা বলবার সংযত ভঙ্গী দেখে, তারাবাঈ অবাক্ হয়ে গেলেন। তাঁর মনে হ'ল জীবনে এই যেন তিনি প্রথম পুরুষ দেখলেন!

পৃথ্বীরাজের অবস্থাও তাই। তারাবাঈয়ের অতুলনীয় রূপ দেখে তাঁর চোখ যেন ঝল্‌সে গেল! তিনি মনে মনে ভাবলেন—এই প্রথম নারী দেখলেম, যিনি সর্ব্বাংশে আমার রাণী হবার উপযুক্ত।

তোড়র পাঠানশিবিরে পৃথ্বীরাজের আক্রমণ। ....২৬ পৃষ্ঠা

সেদিন শূরতান, তারাবাঈ ও পৃথ্বীরাজের মধ্যে সারা রাত পরামর্শ চল্‌তে লাগল—কি করে পাঠানদের ধ্বংস করে তোডা উদ্ধার করা যায়!

তখন সবে মাত্র ভোর হয়েছে। উষার অস্ফুট আলোকে মেবার ও বেদ্‌নোরের সৈন্যদল নিয়ে পৃথ্বীরাজ তোডাতঙ্ক জয় করতে যাত্রা করলেন। সাথে তাঁর বীর নারী তারাবাঈ।

দুইটি জ্বলন্ত বজ্র যেন উল্কা-বেগে ধ্বংসের মত তোডার দিকে ছুটে চল্ল!

এগারো

সেদিন মহরম। রাত্রি বেলা তোডাতঙ্কের পাঠানেরা মহরম-উৎসবের আনন্দে উন্মত্ত।

বিচিত্র তাজিয়া নিয়ে মুসলমানেরা দলে দলে মশাল হাতে সারা সহর ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের উল্লাস-চীৎকারে তোডাতঙ্ক যেন কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে।

এমনি সময় এই উন্মত্ত জনস্রোতের মধ্য দিয়ে তারাবাঈ ও পৃথ্বীরাজ তোডায় প্রবেশ করলেন। অন্ধকারে কেউ তাঁদের লক্ষ্য করল না।

তারপর যখন এই দুটি অসমসাহসী তরুণ-তরুণী প্রচণ্ড তেজে পাঠানদের আক্রমণ করলেন তখন পাঠান-সর্দ্দারের চমক ভাঙ্গলো।

দুই দলের মধ্যে সুরু হোল তুমুল যুদ্ধ। মুহূর্ত্তের মধ্যে মহরমের উৎসব কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেল! পাঠানেরা লড়াইতে মেতে উঠ্‌ল।

একে রাত্রি, তাতে ঘোর অন্ধকার। এই অন্ধকারের মধ্যে কে কাকে মারে তার ঠিক নেই!—রাজপুত রাজপুতের মাথায় অসি তুলছে, পাঠান বর্শার আঘাতে পাঠানেরই কণ্ঠ ছিন্ন করছে। চারদিকেই এম্‌নি সব বিশৃঙ্খলা!

ঘোড়ার চীৎকারে, আহতের আর্ত্তনাদে, আর মুমূর্ষুর বুক-ফাটা বিলাপে আকাশ-বাতাস যেন ছেয়ে গেল।

হঠাৎ পৃথ্বীরাজ ও তারাবাঈয়ের গতিরোধ করে দাঁড়াল এক অতিকায় হাতী। চোখের পলক না-ফেলতেই তারাবাঈ তাঁর হাতের কুঠার দিয়ে হাতীর শুঁড় দ্বিখণ্ডিত করে ফেল্লেন। রক্তের নদী বইয়ে দিয়ে তীব্র চীৎকার করে হাতী ছুটে পালিয়ে গেল।

সারা তোডাতঙ্কের উপর দিয়ে যেন একটা মৃত্যুর ঝড় বয়ে গেল! ভোরের আলোতে দেখা গেল—অসংখ্য পাঠানের ছিন্ন-ভিন্ন

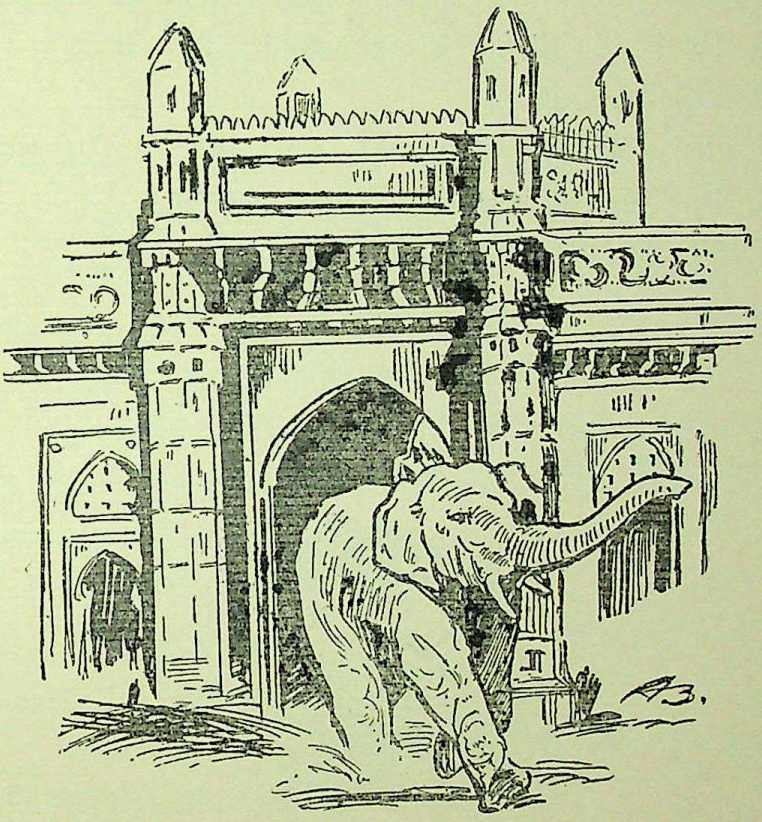

বীভৎস মৃতদেহ স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে! যারা প্রাণে বেঁচে আছে, তারাও তোডা ছেড়ে পালিয়ে গেছে!

তোডাতঙ্কে আবার রাজপুতের জয়-পতাকা উড়িয়ে পৃথ্বীরাজ ও

তারাবাঈ তাঁদের বিজয়ী সেনাদল নিয়ে বেদ্‌নোরে ফিরে এলেন। সারা রাজ্যে উৎসবের সাড়া পড়ে গেল।

পৃথ্বীরাজ প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন,—রাজা শূরতান আনন্দে দিশে-হারা হ'য়ে পড়লেন। পৃথ্বীরাজকে তিনি জামাতারূপে পাবেন—এ যে তাঁর কল্পনারও অতীত ছিল!

শুভদিনে শুভক্ষণে মহাসমারোহে রাজা শূরতান তাঁর প্রাণের পুতলী তারাবাঈকে পৃথ্বীরাজের করে সমর্পণ করলেন।

এতদিনে তাঁর স্বপ্ন সফল হোল।

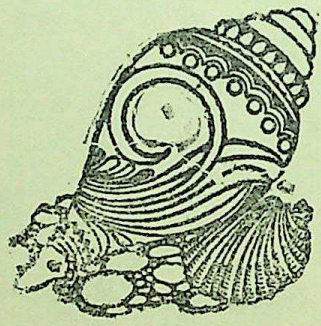

বেশ সুখেই দিন কেটে যাচ্ছে। পৃথ্বীরাজ ও তারাবাঈ—দু'জনেই দু'জনকে পেয়ে ধন্য হয়েছেন। পৃথ্বীরাজ যেমন রূপে গুণে অদ্বিতীয়, তারাবাঈও তেমনি রূপে গুণে সকলের সেরা।

এতদিনে তাঁরা একটু শান্তির মুখ দেখেছেন, বড় কম ঝড়-ঝাপ্‌টা তাঁদের উপর দিয়ে যায় নি! পৃথ্বীরাজ পুরুষ, তাঁর কথা ছেড়ে দেই, তারাবাঈ মেয়েমানুষ হয়েও যেরকম কঠোর ভাবে তাঁর জীবনকে গড়ে তুলেছিলেন, জগতের ইতিহাসে তার তুলনা নেই বল্লেও চলে।

এতদিন পরে ভগবান বুঝি মুখ তুলে চেয়েছেন, সমস্ত দুঃখ-কষ্টের বুঝি শেষ! পিতার রাজ্য ফিরে পেয়েছেন, মনের মত পতি লাভ করেছেন—তারাবাঈয়ের আর সুখের বাকী রইল কি?

তারাবাঈকে পেয়ে পৃথ্বীরাজেরও পরম আনন্দে দিন কেটে যাচ্ছে। কিন্তু ভগ্নীর কথা ভেবে এম্‌নি সময়েও তাঁর মনের ভিতর মাঝে মাঝে একটা ব্যথা হচ্ছিল!

শিরোহীর রাজা পাভুরায় পৃথ্বীরাজের ভগ্নীপতি। লোকটা অতি নিষ্ঠুর, তার উপর আবার দারুণ নেশাখোর। দিনরাত সে পৃথ্বীরাজের ভগ্নীকে যন্ত্রণা দিত।

স্বামীর যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে একদিন পৃথ্বীরাজকে তাঁর ভগ্নী গোপনে ডেকে পাঠালেন।

পৃথ্বীরাজ এলেন; তারপর নিজের চোখে নিপীড়িতা, লাঞ্ছিতা ভগ্নীর দুর্দ্দশা দেখে তাঁর চোখ সজল হয়ে উঠল। তিনি স্থির করলেন, পাভুরায়কে কিছু শিক্ষা দিতে হবে।

রাত্রি তখন গভীর। নেশার ঝোঁকে পাভুরায় তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ঝিমুচ্ছে আর ধূলার উপর লুটিয়ে পড়ে আছেন মেবারের রাজকুমারী।

এই দৃশ্য দেখে পৃথ্বীরাজ আর আত্মসংবরণ করতে না পেরে তলোয়ার নিয়ে ভগ্নীপতিকে বধ করতে ছুটে গেলেন।

পৃথ্বীরাজের কার্য্য দেখে মেবার-কুমারী শিউরে উঠ্‌লেন,—তিনি তাড়াতাড়ি পৃথ্বীরাজের চরণ-তলে পড়ে বল্লেন—"দাদা! তোমায় কি আমি স্বামী হত্যা করতে ডেকে পাঠিয়েছি? আমায় বিধবা করো না, আমার স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা দাও।"

এই গোলমালে পাভুরায়ের নেশা ছুটে গেছে। ব্যাপার বুঝে সে ভয়ে কাঁপতে লাগল। তারপর হাত দুটি জোড় করে পৃথ্বীরাজের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল।

ক্রোধ-ভরে পৃথ্বীরাজ বল্লেন—"ঐ মেবার রাজকুমারীর চরণ-তলে পড়ে যদি ক্ষমা চাইতে পার, তবেই তোমাকে ক্ষমা করব!"

কাপুরুষ পাভুরায় প্রাণের ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তক্ষুণি স্ত্রীর পায়ে ধরে ক্ষমা চাইল।

সমস্ত গোল মিটে গেছে। ভগ্নীর কাছে কিছুদিন কাটিয়ে পৃথ্বীরাজ আবার দেশে ফিরলেন। অনেক দিন তিনি তারাবাঈকে দেখেন নি। মন তাঁর অস্থির হয়ে উঠেছে।

পথশ্রম দূর করবার জন্যে পাভুরায় কিছু মিষ্টান্ন পৃথ্বীরাজের সঙ্গে দিল।

গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন, মাথার উপর তপ্ত সূর্য্য। পৃথ্বীরাজ দীর্ঘপথ

ঘোড়া চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। দূরে কমলমীর দুর্গ দেখা যাচ্ছে।

দেবী মায়ের মন্দিরের কাছে এসে পৃথ্বীরাজ ক্ষুধার্ত্ত বোধ করে ঘোড়া থেকে নাম্‌লেন। তারপর একটু বিশ্রাম করে তিনি ভগ্নী-পতির দেওয়া সেই মিষ্টান্নগুলি খেয়ে ফেল্লেন।

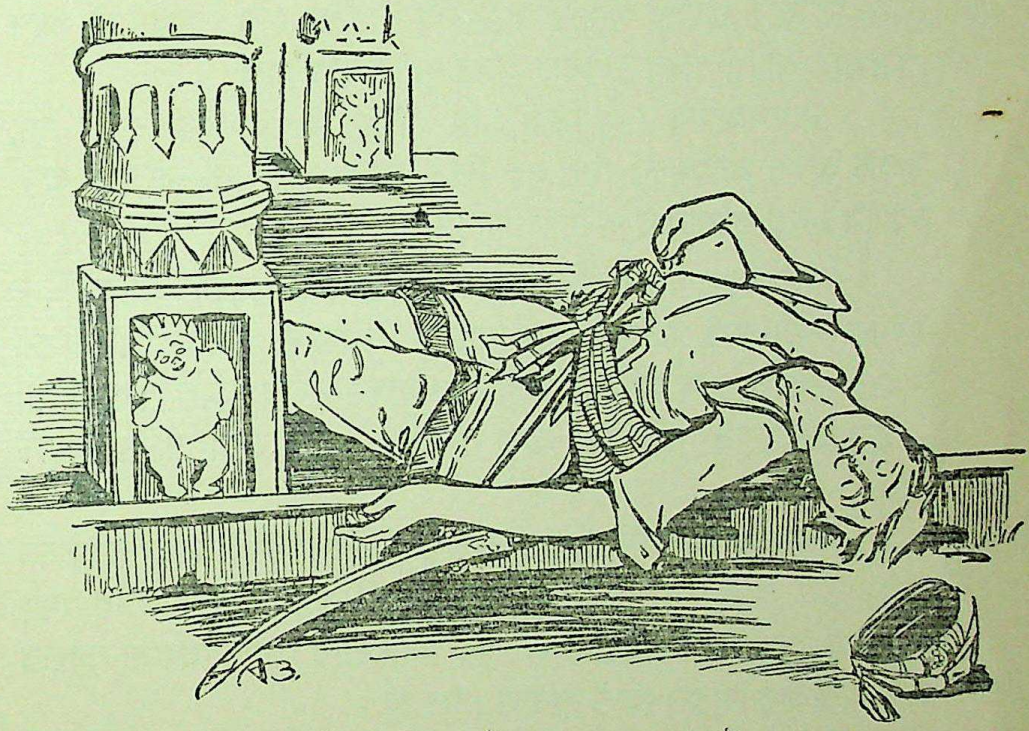

পৃথ্বীরাজ ভূমিতলে লুটিয়ে পড়লেন। ·· ৩২ পৃষ্ঠা

পৃথ্বীরাজ জান্‌তেন না যে দুষ্ট পাভূরায় তার অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যে মিষ্টান্নে তীব্র বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল।

মিষ্টান্নগুলি খাওয়ামাত্র তাঁর শরীর এলিয়ে পড়ল, চোখে তিনি অন্ধকার দেখতে লাগ্‌লেন।

পৃথ্বীরাজ আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। উগ্র বিষের তেজে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

মৃত্যু আসন্ন বুঝতে পেরে পৃথ্বীরাজ তাঁর প্রিয়তমা পত্নীকে আনবার জন্যে তখনই অনুচর পাঠালেন। কিন্তু হায়, তারাবাঈ এসে পৌঁছুবার আগেই তাঁর প্রাণবায়ু অনন্ত শূন্যে মিশে গেল!

তারাবাঈয়ের চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জলও ঝরে পড়ল না, একটি করুণ আর্ত্তনাদও তাঁর মুখ দিয়ে বের হোল না—তিনি অনুচরদের চিতা সাজাবার আদেশ দিলেন।

চন্দন-কাষ্ঠে চিতা সজ্জিত হোল, ভারে-ভারে ঘৃত, অগুরু দিয়ে চিতার চন্দন-কাষ্ঠ চর্চ্চিত করা হোল। চিতার উপর পৃথ্বীরাজের শবের পদতলে এসে বস্‌লেন দেবী তারাবাঈ।—পরণে তাঁর লাল চেলী,—কপালে সিন্দূর-বিন্দু ঝক্ ঝক্ করছে! মূর্ত্তি তাঁর গম্ভীর,—দৃষ্টি স্থির।

দাউ দাউ করে চিতা জ্বলে উঠল। চিতার সেই জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে স্থির হয়ে বসে রইলেন বীর নারী তারাবাঈ! তাঁর দেহ ক্ষণিকের জন্যেও কেঁপে উঠ্‌ল না, মুখ দিয়ে তাঁর অস্ফুট কোনো কাতর শব্দ বারেকের জন্যেও কেউ শুন্‌তে পেল না।

বীর নারী বীর স্বামীর সঙ্গে কোন্ বীরের দেশে চলে গেলেন, কে জানে?

শেষ

=মেয়েদের জন্য পৌরাণিক গল্প=

দ্রৌপদী ।৶০ সীতা ।৶০

ভারত নারী ।৶০

সুভদ্রা উষা বেহুলা শর্ম্মিষ্ঠা
সাবিত্রী সংযুক্তা শকুন্তলা সতী
শৈব্যা পার্ব্বতী দময়ন্তী চিন্তা
প্রত্যেকখানির মূল্য ।০ আনা

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

চিত্রে জয়দেব

দু'রংএ ছাপা দাম ছয় টাকা

=রূপকথা=

ঠাকুরমার ঝুলি ৩৲
ঠাকুরমার গল্প ১৲
অপরূপ কথা ১৲
গল্পের মাস্রাপুরী ২৲
চীনে গল্প ১৲ রূপকথা ৸০
নিরমপুরের স্বপন কথা ১৲
মন ছোটে মোর ভেপান্তরে ৸০

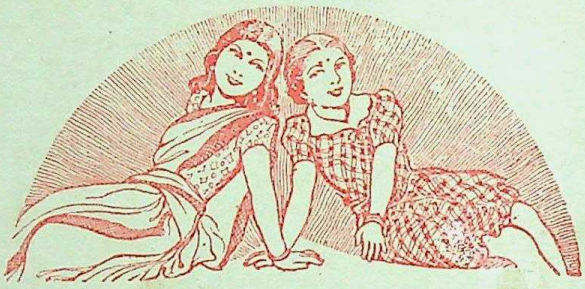

অনেক দিনের অনেক কথা ২৲
আলো দিয়ে গেলো যারা ২৲
পেন্তার বরফি ১৷৷০ হাসি কান্না ১৲
জন্মদিনের উপহার ২৲
উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে ১৲
গল্পের আলপনা ২৲
প্রবাদের গল্প ৸০ গল্পে উপদেশ ৸০

=টার্জান সিরিজ=

অ্যাডভেঞ্চার অব্ টারজান ১৲
টার্জান অ্যাণ্ড হিজ্ মেট ১৲
টার্জান দি এপ্‌ম্যান ১।০

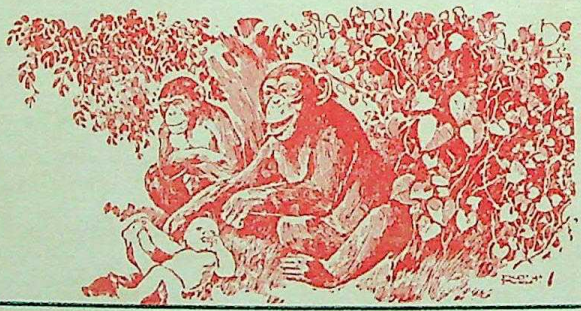

কিং কঙ্ ১।০ সন্ অব্ কং ১।০

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য পত্র লিখুন···দেব সাহিত্য-কুটীর কলিকাতা-৯